পাঠক ফোরাম

আমরা কি পারি না

বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে ভেজার মুহূর্তে বা রোদেলা দুপুরে পুকুরের তলার শীতল পানির উষ্ণতার স্বাদ যেমন ভিন্ন, 'এক মাঘে শীত যায় না' প্রবাদটির বক্তব্যও তেমন ভিন্ন। বারো মাসের ছয় ঋতুর যেমন ভিন্নতা আছে, সাতটি রঙেরও তেমনি ভিন্নতা আছে। কিন্তু ভিন্নতা নেই আমাদের অস্তিত্ব, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের। আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম। নর-নারী হিসেবে ভিন্ন হলেও অনুভূতির দ্বারে সমান তালেই কড়া নাড়ি। আমাদের স্লোগানের ভাষায় ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু মনের ভাষা তো এক। এমনি এক ও অভিন্ন আমরা কি হতে পারি না জাতীয় স্বার্থে? আমরা কি পারি না ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির প্রশ্নে এক হতে? আমরা কি পারি না এ যুগের কালিমালিপ্ত ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির মৃত্যু ঘটাতে? আমরা কি শুধু ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো লাফাতেই থাকবো?

ম. শওকত আলী
২১/১ জিগাতলা, ঢাকা-১২০৯

পুলিশী হামলা

জয়তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসমাজ। জনতার শক্তি কত বড় তার প্রমাণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ বিজয়গাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আগামী প্রজন্ম যা গর্বভরে স্মরণ করবে। এ বিজয় সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ কিছু জরুরি পদক্ষেপ নিতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের যেসব ছাত্রী কারারুদ্ধ হয়েছিলেন, তাদেরকে জাতীয় বীর বা জাতীয় সৈনিক বা মহান সৈনিক হিসেবে ভূষিত করা হোক। এ মহান সৈনিকদের পরিচয়সহ ছবি উক্ত হলে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে, ভিসি অফিসসহ সব ফ্যাকাল্টি অফিসে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের সেই মহতি উদ্যোগ রমনা থানার হাজত, যেখানে ছাত্রীরা কারারুদ্ধ ছিলেন, সেটাকে পবিত্র কারাগার হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। সবশেষে ছাত্রসমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে 'পুলিশমুক্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' ঘোষণা করতে পারে।

ডা. ম. মুনীর
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ

তৃষার জন্য ভালোবাসা

কেমন আছ তৃষা? আমার মন বলছে খুব ভালো আছ তুমি। এখন তোমাকে আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেউ উত্ত্যক্ত করছে না। তোমার শিশু হৃদয় মানুষরূপী হায়েনার ভয়ে ভীত হতে হচ্ছে না। আমি কল্পনার চোখে দেখছি, প্রজাপতি হয়ে ফুলের বাগানে মনের আনন্দে উড়ছো তুমি। যখন তোমার পুতুল নিয়ে খেলার কথা, দলবেঁধে স্কুলে যাবার কথা, সব বন্ধু মিলে গোল্লাছুট খেলা আর আইসক্রিম খাওয়ার কথা, সব সুন্দরকে দু'হাত পেতে নেবার কথা, তখন তোমাকে আমরা বাধ্য করেছি পানিতে ডুবে মরতে। তোমার মৃত্যুর খবর পত্রিকায় পড়ে লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেলেছি। এ লজ্জা ঢাকবার কোনো জায়গা নেই আমাদের। যতদিন তুমি বেঁচে ছিলে, আমরা তোমাকে শুধু দুঃখ আর কষ্ট দিয়েছি। এখন একটা আনন্দের সংবাদ দিই, তুমি মারা যাবার পর আমরা সবাই প্রতিবাদে ফেটে পড়েছি। তাদের দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে, যাদের জন্য তোমাকে মরতে হয়েছে। আর সবচেয়ে ভালো লাগার কথা, হায়েনাদের পক্ষে কোনো উকিল দাঁড়ায়নি। আমাদের ওপর অভিমান রেখো না বোন। কামনা করছি, আকাশের লক্ষ তারার মাঝে তুমি থাকবে রানী হয়ে। যখন আকাশে কোনো উজ্জ্বল তারা দেখব, ভাববো এই আমাদের ছোট্ট তৃষা!

Shahidullah, 376-0102 Yamadagun, Oma-ma Chi, Kiribara-644, Gummaken, Japan

দুর্ভাগ্যজনক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে মধ্যরাতে পুলিশ যেভাবে হামলা চালিয়েছে তা আমাদের '৭১-এর কালরাত্রির কথাই মনে করিয়ে দেয়। পুলিশের এ অসংযত আচরণের নিন্দা জানানোর ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে অশোভন পন্থায় পুলিশকে ব্যবহার করেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শুধু তাই নয়, ঘটনার পর উপাচার্য যে সাফাইমূলক মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন তাও নিন্দনীয়। অবশ্য তার মতো মধ্যরাতের চেয়ার দখলকারীর পক্ষে এমনটিই বোধহয় স্বাভাবিক ছিলো। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদককে ধন্যবাদ সময়োপযোগী প্রচ্ছদের জন্য।

মোঃ তানভিরুল হক
সিলেট ক্যাডেট কলেজ, সিলেট

বিশৃঙ্খলার চারণভূমি

ক্ষমতাসীনদের দাপট ও দৌরাত্ম্যে দেশ ও জাতি দিশেহারা। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের নগ্নতা প্রকাশ পাচ্ছে। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শামসুন নাহার' হলের প্রভোস্ট স্বনামধন্য শিক্ষিকা ড. সুলতানা সফিকে মেয়াদের এক মাস আগে অপসারণের প্রতিবাদে হলের সাধারণ ছাত্রীরা আন্দোলন করেছিলো, যা তাদের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার। কিন্তু প্রশাসনের নির্লজ্জ নির্দেশে গভীর রাত অর্থাৎ রাত ৩ ঘটিকায় পুলিশ হলে প্রবেশ করে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রীদের নির্যাতন করে এবং ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কালিমালিপ্ত ঘটনা ঘটল প্রশাসনের অনৈতিক সিদ্ধান্তে ও পুলিশের নগ্ন আচরণে। ইসলামী মূল্যবোধের সরকার তথা জোট সরকারের কাছে জানতে চাই, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলার চারণভূমি বানাতে চান কি?

মোঃ বেলাল উদ্দিন
কাইফান, কুয়েত

ওরা কি মানুষ

আমরা এ কোন আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে বাস করছি? এ কোন বর্বর যুগ? ছোট ছোট ছেলেদের গলায় ছুরি দিতে এদের বুক কি একটুও কাঁপে না? এদের ঘরেও তো ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। ওরা কি পারবে নিজ সন্তানের বুকে ছুরি দিতে? অথচ অন্যের সন্তানের গলায় ছুরি দিয়ে তারা নিজ সন্তানের আহার যোগাতে চায়। এই আহার তুলে দিতে এদের হাত কি একটুও কাঁপে না? তাহলে কি বলবো এরা সমাজের স্বাভাবিক মানুষ নয়? এদের প্রত্যেকেরই কি মানসিক সমস্যা রয়েছে? শিহাব, বাপ্পী, হৃদয় কিছুদিনের ব্যবধানে তিনটি ঘটনা পরপর ঘটে গেল। একটি ব্যাপার, সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে টাকা দাবি করে ঠিকই, কিন্তু টাকা আদায়ের আগেই এরা শিশুদেরকে মেরে ফেলছে। শিহাব ও বাপ্পীদের গলিত লাশ পাওয়া গেছে। বাপ্পীর মায়ের গগনবিদারী চিৎকারে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। তিন বোনের ছোট এক ভাই বাপ্পী। বড় আদরের। এদের পরিবারের এই ক্ষতি পূরণ হবার নয়। বাপ্পীর মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরাও বলতে চাই, বাংলার কোনো ঘরে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে।

ডা. মোস্তফা আবদুর রহিম, মিরপুর, ঢাকা

...কেন লোক হাসালি

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আনোয়ার-উল্লাহ চৌধুরী। যদিও তার পদত্যাগ করা উচিত ছিলো আরো আগেই। কিন্তু তিনি তা না করে নির্লজ্জের মতো ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের জন্ম দিয়ে গেলেন প্রফেসর আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি! সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ সময়োপযোগী প্রচ্ছদ নিবন্ধের জন্য।

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পাহাড়তলী বাজার, চট্টগ্রাম

নির্বোধ মহাত্মন

একাত্তরে তোমরা যারা শহীদ হয়েছিলে, তাদেরকে বলছি– যারা এখন দেশ শাসন করছে কিংবা বিরোধীদল হিসেবে দেশে প্রতিনিধিত্ব করছে, তারা আসলে কেমন মানুষ? বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থরা প্রহৃত, লাঞ্ছিত। বন্ধুরা, আমি আজ লজ্জিত– একজন বাঙালি হিসেবে, একজন বাংলাদেশী হিসেবে এবং একজন মানুষ হিসেবে। শ্রদ্ধেয়া নারী প্রধানমন্ত্রী আর বিরোধীদলীয় নেত্রী, আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে হচ্ছে– একাত্তরে পাক বাহিনীর দৌরাত্ম্য কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে আছড়ে পড়েছিল? আমি জানি না তখন কি হয়েছিল। আপনাদের দুই জনেরই জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, লজ্জিত হওয়া উচিত। এক দৈনিক পত্রিকায় দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'বিচারের আগেই আমাকে ফাঁসি দেয়া যাবে না।' (তথ্যসূত্র: প্রথম আলো, ৩০ জুলাই ২০০২ পৃ: ১)। আচ্ছা দেশবাসী, এই নির্বোধ মহাত্মনকে বরং আমরা শূলে চড়াই, মহাত্মনের যা প্রাপ্য।

সালেহ
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

অচ্ছেদ্য চক্র

বিগত সরকারের সময়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) যিনি বর্তমানে ইউরোপেই বাসবাস করছেন। তিনি তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশের একটি দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, রাষ্ট্রদূত সাহেব তার নিজের পদোন্নতি এবং আখের গোছানোর জন্য তৎকালীন সরকারের তোষামোদ এবং খুশি রাখার জন্য দূতাবাসের কাজকর্ম বাদ দিয়ে দূতাবাসকে রাজনৈতিক কার্যালয়ে পরিণত করতেন। এসবের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে এই ব্যাপারে প্রায়ই কথা কাটাকাটি এবং চরম অসন্তোষের সৃষ্টি হতো। যার ফলশ্রুতিতে, আমার এই বন্ধুকে দিতে হয়েছে চরম মূল্য। আমার বন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে 'কালো তালিকায়' নাম নথিভুক্ত করে এবং আরো বিভিন্ন বিষয়েও ফাঁসানো হয়েছিল। যার ফলে আমার এই বন্ধুকে বাধ্য হয়ে ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

Md. Kamrul
Onarto, 97 Hartingtion Street,
Elswice, New Castle Upon
Tyne, Ne-97 ps., England.

আমাদের লজ্জা

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, দেশের একটি অন্যতম স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগরে কোনো শহীদ মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভ নেই। দেশের অন্যান্য প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় যখন একেকটি সুদৃশ্য ও আবেদনময় শহীদ মিনারের গর্বিত অধিকর্তা তখন এতোদিন পরেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এটার লজ্জাজনক অনুপস্থিতি আমাদের শিক্ষক-ছাত্রসহ মুক্তিযুদ্ধ বা ভাষা আন্দোলনের সপক্ষের সবার জন্য দুঃখজনক। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সামনে যথাক্রমে দু'টি স্মৃতি ভাস্কর্য জাহাঙ্গীরনগরের আন্দোলন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু– এ দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য নিয়ে আমরা গর্বিত, এদের কাছ থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনের উৎসাহ-প্রেরণা পায় জাবি'র প্রতিবাদী সমাজ। শ্রদ্ধাবনত হয় সেসব বীরদের প্রতি, যাঁদের প্রতিবাদী কর্মকান্ডে অনুপ্রণিত হয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এ সৃষ্টিগুলো। অথচ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্যাবধি কোনো স্মৃতির মিনার নির্মিত হয়নি ভাবতে বড় কষ্ট হয়।

শামীম আনসারী সুমন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছি! কি লজ্জা

বিগত দিনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে তুখোড় ও মেধাবী ছাত্ররাই ছাত্র রাজনীতি করতেন। সাতজন ছাত্রনেতা সাতটা মত ও সাতটি আদর্শের কথাই বলতেন। তারপরও তারা একই চায়ের টেবিলে বসে পাঁচ কাপ চা'কে সাত কাপ বানিয়ে খেতেন পয়সার অভাবে। একজনের সঙ্গে আর একজনের সম্পর্ক ছিলো ভাই ভাই। তাদের মূলমন্ত্রই ছিলো আমরা যে যেই দল করি না কেন, আমাদের গোলপোস্ট একটাই 'মাতৃভূমি আমাদের মা'। আর এখন যে টোকাই কোনো দিন কলেজের চৌকাঠ ডিঙায়নি, সেই সাগর নাকি ছাত্রদের নেতা। ছি! কি লজ্জা!

জিয়াউল আফগান/ অনু
Atco.Po.Box-1298 Jeddah
21431-K.S.A

ছিঃ!

মানুষ কতোটা কান্ডজ্ঞানহীন হলে তার অধীনস্থ কর্মচারীর গালে থাপ্পড় মারতে পারে। আর এমন অশোভন কাজটি করলেন আমাদের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তিনি তার অফিসের পিওনকে চপেটাঘাত করে ক্ষমতার দাম্ভিকতা প্রকাশ করেছেন। একজন ভদ্র, মার্জিত স্বভাবের পদস্থ কর্তার কখনও তার অধীনস্থ কর্মচারীর গায়ে হাত তোলা উচিত নয়। কর্মচারী অপরাধ করলে অফিসিয়াল রুলে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। প্রতিমন্ত্রী ক্ষমতার অহমিকায় কেন তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছেন? ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়– এ কথাটা প্রায়ই আমরা ভুলে যাই। ক্ষমতাবানদের কাছে আমরা শোভন আচরণ প্রত্যাশা করি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈক ফ্রান্স প্রবাসী

প্রসঙ্গ ছাত্ররাজনীতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি থাকবে কি না, বর্তমানে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। '৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬২, ৬৯ এবং '৭১-এর ঐতিহ্যবাহী আন্দোলনে ছাত্রদের অবদান সর্বাগ্রে। '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানেও ছাত্রদের ভূমিকা ছিলো অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির নামে চলছে অপরাজনীতি, ক্যাডার রাজনীতি। চর দখলের মতো শুরু হয় হল দখল, সাধারণ ছাত্ররা হয়ে পড়ে জিম্মি। পরীক্ষা, ক্লাস, অবশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। শুরু হয় সেশনজট। শিক্ষকদের রাজনীতিতে জড়ানো এক্ষেত্রে ছাত্রদের আরো ভোগান্তি বাড়ায়। প্রত্যেক ছাত্রের রাজনীতি চর্চার অধিকার রয়েছে। তাই বলে শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গন করে নয়। ছাত্ররাজনীতি থাকবে, না বন্ধ হবে এ ব্যাপারে পাঠকদের মতামত আশা করছি।

মোঃ শহীদুল ইসলাম বাচ্চু
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সবিনয়ে জানতে চাই

সাপ্তাহিক ২০০০-এ ব্র্যাকের কর্ণধার ফজলে হোসেন আবেদের সাক্ষাৎকার পড়লাম। ধন্যবাদ প্রতিবেদককে। এখন জনাব আবেদের কাছে কিছু জানার আছে আমার। গাড়ি কেনার টাকা বিদেশীরা দিলেও ১৫/২০ লাখ টাকা দিয়ে পাজেরো না কিনে ৪/৫ লাখ টাকা দিয়ে মাইক্রোবাস কিনে বাকি টাকা গরিবের উন্নয়নের জন্য সাহায্য করা যায়। পাজেরোতে বসে গরিবের অবস্থা ভালো করে অনুভব করা যায় না। আড়ং বর্তমানে একটি ভালো ব্যবসা। যারা আড়ংয়ের কাপড় বানায়, তাদেরকে মজুরি দেয়া হয় অন্য দশজনের মতো। এখন কথা হলো, অন্য সাধারণ ব্যবসায়ীরা ৫০ টাকা মজুরি দিয়ে কাপড়টি ৩০০ টাকার মধ্যে বাজারে ছাড়ে। সেই অনুপাতে আড়ংয়ের ৫০ টাকার মজুরির কাপড় বিক্রি হয় ন্যূনতম ১ হাজার টাকায়। কেন? গরিবের টাকায় গড়া ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় কাদের জন্য? তেলের মাথায় তেল দেওয়া নয় কি? প্রশিকাসহ অন্য এনজিগুলো মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের নিয়োগ ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়, কিন্তু আপনারা কেন দেন না?

চৌধুরী মুঃ মোস্তাকিম টিটু, পিপলস বুক, চট্টগ্রাম

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

মোড়লগিরি

বর্তমানে সারা বিশ্বকে শাসন করছে যে দেশটি তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যখন যা খুশি দেশটি তাই করে যাচ্ছে। কেউ টু শব্দটি করে না। মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাজকর্মে বোঝা যায় তিনি মুসলিম বিদ্বেষী। তিনি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের আখ্যা দেন সন্ত্রাসী। অথচ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের বাহিনীর নৃশংসতাকে তিনি বাহবা দেন। টুইন টাওয়ারে হামলা কারা করলো তা প্রমাণ করতে না পারলেও তিনি লাদেনকে ঠিকই এতে ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। ধ্বংস করেছেন আফগানিস্তান নামক দেশটিকে। অথচ এখনও নাকি তিনি লাদেনের হদিস পাননি। ইরাকের ওপর আক্রমণের তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর তিনি যা করেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো তাতেই সমর্থন জানায়। কারণ হাজার হলেও আমরা আমেরিকার উচ্ছিষ্টভোগী।

এসএম নওশের
nowsheer@dhara.net